ভ্যারাইটি ফিল্মসের

প্রথম চিত্রাঞ্জলি

রবীন মাষ্টার

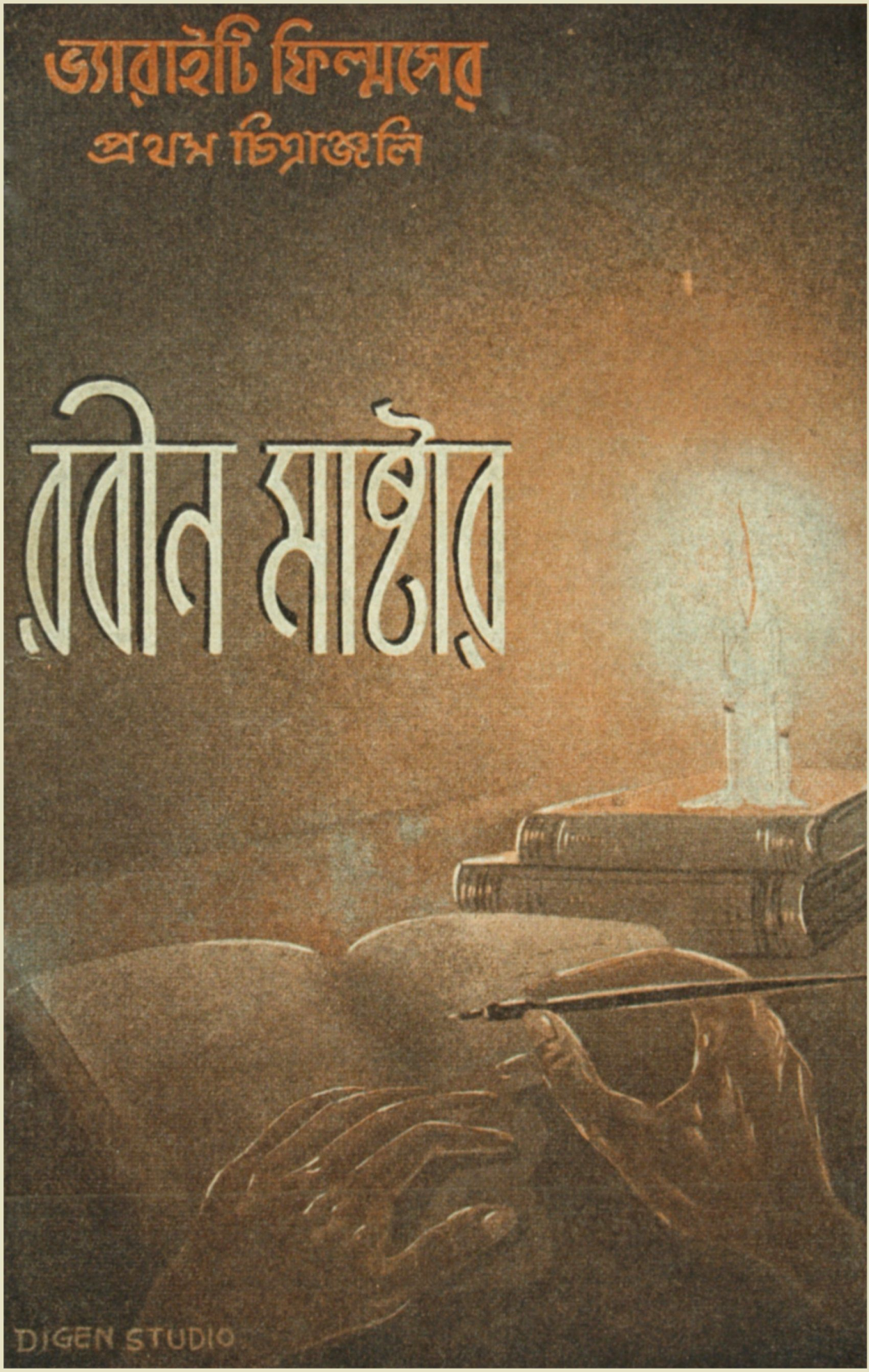

নলিনীরঞ্জন বসুর নিবেদন—

রবীন মাষ্টার

প্রযোজক—সুকুমার বসু
কাহিনী—ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত
চিত্রনাট্য—জ্যোতিষ বন্দ্যোঃ ও অজয় কর
পরিচালক—জ্যোতিষ বন্দ্যোঃ
সুরকার—দক্ষিণা ঠাকুর
গীতিকার—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
চিত্রশিল্পী—পঙ্কু চৌধুরী ও মুরারী ঘোষ
সংলাপ—মনিলাল বন্দ্যোঃ
শব্দধর—সত্যেন ঘোষ
ব্যবস্থাপক—নীরোদ সেন ও আশু চক্রবর্ত্তী
শিল্পনির্দ্দেশক—নির্ম্মল মেহেরা
চিত্রাঙ্কনে—দিগেন রায়
স্থির চিত্র—নিরঞ্জন কোলে
ধারারক্ষী—বিমল রায়

রূপসজ্জায়—রমেশ বসু, সুধীর দত্ত
রাসায়নিক—ধীরেন দাশগুপ্ত
সম্পাদনা—অর্দ্ধেন্দু চট্টোপাধ্যায়
কর্ম্মসচিব—বীরেন দে

—সহকারীবৃন্দ—

পরিচালনা—পশুপতি ভাদুড়ী
চিত্রশিল্পে—সন্তোষ গুহরায় ও সুবোধ বন্দ্যোঃ
শব্দধারণে—সুশীল বিশ্বাস
রসায়নে—শম্ভু, সামান্য, ননী অমূল্য, সরল
সম্পাদনে—বৈদ্যনাথ চট্টোঃ
ব্যবস্থাপনায়—বিশুপাল, সুরেন সাহা
রূপসজ্জায়—অক্ষয়, রঞ্জিত
পরিচ্ছদে—মদন বিশ্বাস
ষ্টুডিও ব্যবস্থাপনায়—অজিত সেন
কর্ম্মসচিব—অপরেশ বন্দ্যোঃ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত

গ্রাম : সুধাফিল্ম

ফোন—সেণ্ট্রাল ৪৪৮৮

একমাত্র পরিবেশক: ভ্যারাইটি ফিল্মস্
৬৮, ধর্মতলা ষ্ট্রীট্ • কলিকাতা-১৩

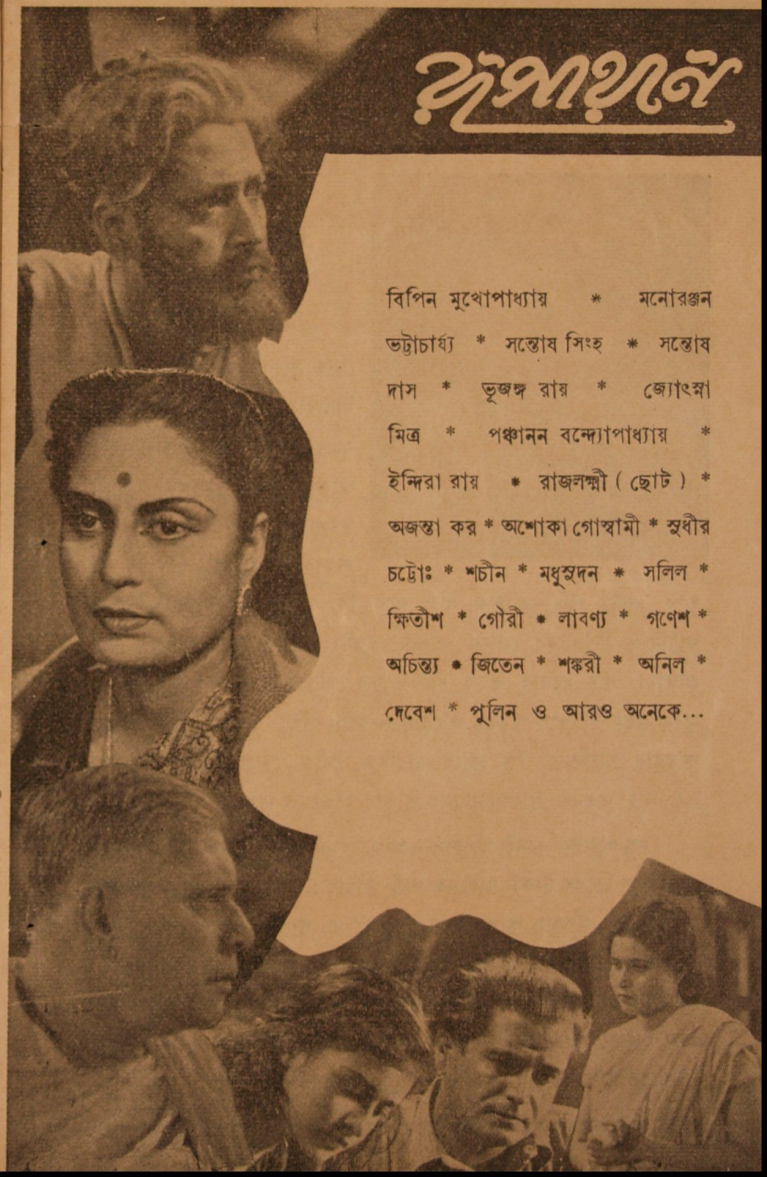

বিপিন মুখোপাধ্যায় * মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য * সন্তোষ সিংহ * সন্তোষ দাস * ভূজঙ্গ রায় * জ্যোৎস্না মিত্র * পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় * ইন্দিরা রায় * রাজলক্ষ্মী (ছোট) * অজন্তা কর * অশোকা গোস্বামী * সুধীর চট্টোঃ * শচীন * মধুসূদন * সলিল * ক্ষিতীশ * গৌরী * লাবণ্য * গণেশ * অচিন্ত্য * জিতেন * শঙ্করী * অনিল * দেবেশ * পুলিন ও আরও অনেকে...

কাহিনী

আশ পাশের দশখানা গাঁয়ের ছেলে বুড়ো সবাই চেনে রবীন্ মাষ্টারকে। আর জানে—সে বদ্ধ পাগল। কিন্তু সবাই স্বীকার করে, লোকটা ভারী উৎসাহী। গাঁয়ের জমিদার ভুবনবাবুর দেওয়া দু'খানা ঘর আর গোটা পঁচিশেক টাকা সম্বল করে, বি, এ, ফেল রবীন্ মাষ্টার নিজের খাটুনি ও উৎসাহের জোরে প্রথমে একটা মাইনর স্কুল তারপর কত হাঙ্গামা, কত দরবার ক'রে ধীরে ধীরে সেটাকে আজকের এই বিরাট ভুবনমোহন হাইস্কুলে পরিণত ক'রেছে,—রবীন্ মাষ্টারের গাধা পিটিয়ে ঘোড়া ক'রবার খ্যাতিতে কি ভাবে চারদিক থেকে ছেলে ভেঙ্গে আসতো এই নিয়ে এখনও আলোচনা চলে পাড়ার বুড়োদের মধ্যে।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস—আজ রবীন্ মাষ্টার তাঁরই নিজের হাতে গড়া স্কুলে তিরিশ টাকা মাইনের থার্ড মাষ্টার। ঘরে বাইরে মুখ বুজে সহ্য ক'রতে হয় উপহাস আর লাঞ্ছনা। এম, এ, পাশ হেড্‌মাষ্টার তাঁর শিক্ষা পদ্ধতি পছন্দ করেন না। সহ্য করতে পারেন না ছাত্রদের উপর তাঁর প্রভাব। 'ডিসিপ্লিন্ নষ্ট করছেন' এই ওজুহাতে চান তাঁকে তাড়াতে। ভুবনবাবুর ছেলে যোগেশও হেডমাষ্টারের সংগে যোগ দিলেন। দু'জনে মিলে চালাতে লাগলেন রবীন মাষ্টারের উপর নানারূপ নির্য্যাতন।

এদিকে বাড়ীতে স্ত্রী নিস্তারিণী—একজন সাধারণ স্ত্রীলোক। সে বোঝে টাকা কড়ি, ছেলে-মেয়ে আর তার ঘর-সংসার। বাড়ীতে দিনরাত রবীন্ মাষ্টারকে বই মুখে ক'রে থাকতে দেখে জ্বলে যায়, বলে—"শুধু বই পড়লেই স্বর্গদ্বারের চাবি খুলে যায় না—তার চেয়ে বরং সংসারের আয় বাড়াবার চেষ্টা দেখ—ছেলেপুলেগুলো খেয়ে পরে বাঁচবে।" সে সব রবীন্ মাষ্টারের কাণেও যায়না, তিনি বই পড়েন আর ভাবেন—দেশের কথা, দশের অবস্থা। মনে মনে অনুসন্ধান করেন, দেশের পঙ্গু, নির্বীর্য, নিপীড়িত মানব-গোষ্ঠীর পুঞ্জীভূত লাঞ্ছনার সমাধান কোথায়? তিনি উপলব্ধি করেন দেশের দুঃখ দারিদ্র্যের মূলে র'য়েছে আমাদের ধনসৃষ্টি প্রণালীর (Productive System) গলদ—সমাজ ব্যবস্থার বৈষম্য। শুধু নিজে বোঝা নয়, প্রতিবেশীদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে আসেন তাঁর সমাজ কল্যাণের বড় বড় প্ল্যানের কথা। বিনিময়ে লোকে তাঁকে বলে পাগল। এমন কি যোগেশ একদিন প্রমাণ করিয়ে দিয়ে গেল যে—তিনি চোর—তিনি অসাধু। এত বড় অপমানের পর রবীন্ মাষ্টারের হৃদয় ভেঙ্গে পড়ে হতাশা আর অবসাদের ভারে। তিনি ভাবেন—এত বড় ব্যর্থ, অসার্থক-জীবন টেনে ব'য়ে লাভ কি? স্বার্থান্ধ সংসারে অপরের কল্যাণ-চিন্তাও বোধ হয় পাপ—মহাপাপ!

আদর্শবান পুরুষ ব্ল্যাক্ সাহেব এলেন একদিন স্কুল ইন্‌স্পেক্‌শনে। তিনি রবীনের শিক্ষা পদ্ধতি দেখে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন—তাঁর সমাজ কল্যাণকর প্ল্যানের কথা শুনে তাঁকে সমাদর ক'রে বল্লেন,—"আপনার মত

নিঃস্বার্থ, জ্ঞানী লোকের এত বড় সাধনা কখনো ব্যর্থ হ'তে পারেনা—আমি সাহায্য করবো তাকে সফল ক'রতে।" বিদেশীর প্রশংসায় রবীনের মনে আসে উৎসাহ—ঝরে যায় অবসাদের গ্লানি। আশা ক'রে—অসাধ্যও হয়তো একদিন সাধনীয় হ'য়ে উঠবে। তারপর তাঁর ঊষর মরুময় জীবনে সৌভাগ্যের জোয়ার এনে দিল তড়িৎ—তাঁর ছাত্রী—দরদী বন্ধু। পাণ্ডিত্যের আদর ক'রে, তার জীবনের সব ব্যর্থতা মুছে দিয়ে, পরম সার্থকতার আনন্দে অন্তর ভরিয়ে দিলে। তাঁর যেন নব জীবনের সঞ্চার হোল; মনে মনে ভাবলেন, একজন লোক—এ বিশাল জগতে অন্ততঃ একজন লোকও তাঁকে বোঝে, তাঁকে ভালবাসে—তাঁকে শ্রদ্ধা করে। হোক্ সে দূরে,—হোক্ সে পরের, কোন প্রকাশ তাঁ'র ভালবাসায় না থাক—তবু প্রথম যৌবনে যে ভালবাসা তাঁর মনে বসন্ত এনেছিল সে ভালবাসা আজও তেমনি জীবন্ত, তেমনি সরস হ'য়ে অলক্ষ্যে তার ধ্যান ক'রছে এ চিন্তাও কত সুখের।

* * * *

কিন্তু মানবের পরম সফলতার দিনে—সে সাফল্যের চরম আনন্দ ভোগ করবার—অংশ নেবার কেউ যদি কোথাও না থাকে, তবে সেটা যে কী বিরাট্ ব্যর্থতা—মানব জীবনের কত বড় ট্র্যাজেডি তা' বুঝুন আপনাদের **'রবীন মাষ্টার'**কে পর্দ্দায় দেখে!!

গান

ডলির গান

কোথায় ভেসে যায় আমার গান
কতদূরে, কতদূরে, কতদূরে।
হৃদয় আমার ডাকে কারে, আকুল সুরে;
কোথায় দূরে, কতদূরে।
আজকে শুধু বারে বারে, নয়ন আমার
খোঁজে কারে,
নভনীল তাই বুঝি স্বপ্ন মধুর
বলাকা যায় যে উড়ে
কোথায় দূরে, কতদূরে॥
সে কি আজ এল ফিরে
আমার ভুবন ঘিরে
মোর প্রথম প্রণাম রহে জাগি
ধূলায় ধূসর সেই চরণ লাগি
ফুলদল জাগে ওই গন্ধ বিভোর
আমার স্বপন জুড়ে,
কোথায় দূরে, কতদূরে॥

ডলির গান

তুমি যাও বলে যাও
কেন মধুরাতি শেষে যাও চলে যাও,
তুমি যাও বলে যাও, কেন যাও চলে যাও।
বলে যাও, চলে যাও।
কেন অকারণে মোর ঝরে আঁখি
তবু বোঝনাতো কেন কাছে ডাকি
তুমি হাসি দিয়ে শুধু যাও চলে যাও
বলে যাও, চলে যাও।
মোর প্রেম যদি হায় মিছে হবে
কাছে কেন ওগো এলে তবে।
যদি দীপ নেভে তবু জাগে স্মৃতি
জানি, প্রিয় চলে যায় থাকে প্রীতি,
মোর ফুল মালা তাই যাও দলে যাও।

গঠনপথে

ভ্যারাইটি ফিল্মসের আগামী চিত্র!

ডঃ বৈদ্যনাথ

কাহিনী ও চিত্রনাট্য

দেবনারায়ণ গুপ্ত

মূল্য তিন আনা।

ভ্যারাইটি ফিল্মসের পক্ষ হইতে প্রচার সচিব অমরেশ চন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ হইতে মুদ্রিত।